কোটচাঁদপুরে গলায় ফাঁস দিয়ে যুবকের আত্মহত্যা

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলায় নিজ বাড়িতে গলায় ফাঁস দিয়ে এক যুবক আত্মহত্যা করেছেন বলে খবর পাওয়া গেছে। আজ মঙ্গলবার বিকেলে উপজেলার কোটচাঁপুর আদর্শ পাড়া রেলগেট এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।

নিহত যুবকের নাম রাকিব তার বয়স আনুমানিক ১৮ বছর। তিনি ওই এলাকার মোঃ আবু মুছার ছেলে।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, আজ দুপুরে দিকে পরিবারের সদস্যদের অগোচরে নিজ ঘরের আড়ার সাথে গলায় ফাঁস দেন ওই যুবক। পরে বাড়ির লোকজন তাকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

তবে ঠিক কী কারণে তিনি আত্মহত্যা করেছেন, সে বিষয়ে পরিবারের পক্ষ থেকে স্পষ্ট কিছু জানানো যায়নি।

খবর পেয়ে কোটচাঁদপুর থানা পুলিশ হাসপাতাল থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে। প্রাথমিক সুরতহাল প্রতিবেদন শেষে মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে।

কোটচাঁদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জানান, “প্রাথমিকভাবে এটি আত্মহত্যা বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিশ্চিত হওয়া যাবে। এ ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যু (ইউডি) মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।”

মুজিবনগরে গলায় ফাঁস দিয়ে কলেজ

শিক্ষার্থীর আত্মহত্যা

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার রামনগর গ্রামে নাছিম রেজা (২০) নামে এক কলেজ শিক্ষার্থী গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে।
মঙ্গলবার (২১ এপ্রিল) দুপুরে উপজেলার মোনাখালী ইউনিয়নের রামনগর গ্রামে তার নিজ বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত নাছিম রেজা একই গ্রামের তৌফিক আলীর ছেলে এবং মেহেরপুর পৌর ডিগ্রি কলেজের এইচএসসি দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার দুপুরে নাছিম নিজ ঘরের দরজা বন্ধ করে ফ্যানের সঙ্গে গলায় রশি দিয়ে আত্মহত্যা করে। কিছুক্ষণ পর তার দাদি রজিফা খাতুন ঘরের ভেতরে তাকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে চিৎকার করেন। পরে প্রতিবেশী ও স্বজনরা এসে দরজা ভেঙে তাকে উদ্ধার করে দ্রুত মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাহিদুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, “প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, পারিবারিক অভিমান থেকে তিনি আত্মহত্যা করে থাকতে পারেন।” তিনি আরও জানান, খবর পেয়ে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে নিজেদের হেফাজতে নেয়। পরে পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ না থাকায় থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা রুজু করে লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

স্থানীয় ইউপি সদস্য সিরাজুল ইসলাম জানান, পরিবারের সদস্যরা তাকে নিজ ঘরে গলায় ফাঁস দেওয়া অবস্থায় দেখতে পান।

কোটচাঁদপুরে গলায় ফাঁস দিয়ে যুবকের আত্মহত্যা

গলায় ওড়না পেঁচানো অবস্থায় রুবেল হোসেনের (৩০) লাশ উদ্ধার করেছে কোটচাঁদপুর থানা পুলিশ। তিনি কোটচাঁদপুর উপজেলার

বড়বামনদহ গ্রামের আতিয়ার রহমানের ছেলে। শনিবার সকালে পুলিশ তার মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, রুবেল হোসেন দীর্ঘ ছয় মাস ধরে অসুস্থতায় ভুগছিলেন। চিকিৎসার পেছনে তিনি তার সঞ্চয়ের সবটুকু ব্যয় করেন। এরপরও অবস্থার কোনো উন্নতি না হওয়ায় শনিবার সকালে অসহ্য যন্ত্রণায় বাড়ির সবার অগোচরে নিজ ঘরের আড়ার সঙ্গে ওড়না দিয়ে গলায় ফাঁস দেন তিনি।

এ সময় তার পাশেই ব্যবহৃত মোবাইল ফোনটি বাজতে থাকে। কল রিসিভ না হওয়ায় মোবাইলে বারবার কল আসছিল। কিছুক্ষণ পর তার ছেলে বিষয়টি টের পেয়ে ঘরে দৌড়ে গিয়ে দেখতে পায়, তার পিতা আড়ার সঙ্গে ঝুলে আছেন। তখন সে চিৎকার করে কেঁদে উঠলে প্রতিবেশীরা ছুটে এসে তার ঝুলন্ত লাশ নামান।

খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে লাশের সুরতহাল রিপোর্ট তৈরি করে ময়নাতদন্তের জন্য ঝিনাইদহ মর্গে পাঠায়।

রুবেল হোসেন পেশায় দিনমজুর ছিলেন। এর আগে তিনি কোটচাঁদপুরের একটি ক্লিনিকে কিছুদিন নাইট গার্ড হিসেবে কাজ করতেন। তবে অসুস্থতার কারণে ওই কাজটি বন্ধ করে দেন।

কোটচাঁদপুর থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) খন্দকার এনায়েত হোসেন বলেন, প্রাথমিকভাবে এটি আত্মহত্যা বলে ধারণা করা হচ্ছে। লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট পাওয়ার পর প্রকৃত ঘটনা জানা যাবে।